কবির গৃহিনী

অশোক রায়চৌধুরী

কবিতা লিখছে ব'সে অকস্মার ঢেঁকি তার ভাবুক স্বামীটি।
টেবিলের বাঁ দিকে তার স্বরচিত ধূমল-পাহাড়। ডানদিকে বয়ে যায় স্বখাত-নদীটি।
কবির ঘরের দেয়ালে কল্পিত অরণ্য। বারান্দার টবে ফুটে আছে– দুঃখগন্ধাফুল।
কবির আকাশ ঈষৎ মেঘলা। মাটির দিকে ঝুঁকে আচে লির তারারা।
কবির গৃহিনী খুব সুন্দর নয়, তবু তার খোঁপায় গন্ধ ছড়ায়
সন্ধ্যার বেলী ও জুঁই, চামেলী, কামিনী।
মাইনাস ফাইভ দুটি চোখের মণিতেও জ্বলে ওঠে দুটি সন্ধ্যাতারা।
আহা! পেটরোগা স্বামী তাই বউটি রেঁধেছে আজ আদাবাটা
রাঁধুনি ফোঁড়ন দিয়ে সুক্তো ও মাগুরের ঝোল।
কবিটি ঈষৎ লোভী, ভোজন বিলাসী, তাই ব্যাসনে ভেজেছে দুটি
হালকা বেগুনী। নারকোল বেটে দুটি পোস্ত দিয়ে বড়া।
কবিটি নিয়মিত অপিসে যায় না। বাজার করে না। রেশন আনে না।
বউ তার সব কিছু একা সামলায়।
শ্বশুর শাশুড়ি এসে ফিস্‌ফাস মেয়েকে বোঝায়।
লাগাম কষতে বলে। জামাইকে বৈষয়িক হতে পরামর্শ দেয়।
কবি সব ঘাড় কাত করে চুপচাপ শোনে।
কবির বউটি মনে মনে ভাঙে, গড়ে। অভিমান করে।
বোঝে না কী এমন চতুবর্গ লাভ হবে এ ছাইপাশ লিখে?
পরক্ষণেই টেবিলের পর ঝুঁকে পড়া তপোক্লিষ্ট স্বামীকে দেখে
মোহিনী উর্বশী হয়ে ওঠে। বেঁধে নেয় রূপটান। বুকের কাঁচুলি।
এঁকে নেয় কাজলের রেখা। কপালের টিপ।
এভাবেই প্রতিদিন অভাবে অনটনে, রাগে দুঃখে, সুখে,
কামে-প্রেমে কবিতায় কবির গৃহিনী এক বহুবর্ণা, বহুপর্ণা নারী হয়ে ওঠে।

'পদাতিক'

সালেহা খাতুন

'পদাতিক' পথ ধরে
গেল যে চির তরে
ব্যথা কি ছিল কিছু
খোঁজ কী রাখতাম?
মরমের যত কথা
কলমে ঝরিয়ে
আজ যে বহুদূরে
দূরেতে দাঁড়িয়ে!

'পদাতিক' কবির জন্য কয়েক ছত্র

নিভা দে

কেউ কেউ চিরকাল পদাতিক রয়ে যায়
চিরকাল পদাতিক থেকে যাওয়া কঠিন ব্যাপার
তবু সে পদাতিক– চিরদিন। শখ না দুর্মতি?
পাশ দিয়ে চলে যায় – দুধসাদা কনসেটা
বা মেরুন মারুতি – জানালা থেকে বন্ধুরা হাত
নেড়ে উড়ে যেতে যেতে বলে যায় – এখনো হাঁটছো?
আর কতদিন? পায়ে জং, এসো না চলে আমাদের
প্রবাহিত ঢলে! লাল চোখে পদাতিক তবু বিদ্রোহের
নতুন লাল নিশান ওড়ায়, ঊধ্বগামী দ্রুতগামীদের
চোখের ওপর নাচায়– ফলত একা একদলে কোণঠাসা সে।
তবুও হাঁটছে সে– একা একা – অতি দীর্ঘপথ
চুড়ান্তের দিকে। শিথিল বাহুতে নতুন সেই নিশান
পায়ে জং – তবু চলাচল পথের বাইরে চলার ইচ্ছাটা অম্লান।